প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ও মেধা মূল্যায়ন

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম— তা বলাই বাহুল্য। সরকার ২০০৯ সাল থেকে সারাদেশে এ পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করে। নতুন শিক্ষানীতির আওতায় শিশুরা প্রথম স্তর থেকে পর্বতসমান পাঠ্যসূচির বোঝা বহন করে শেষমেশ উপনীত হয় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার জন্য। এজন্য শিশুদের কী পরিমাণ পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকতে হয়, তা ভুক্তভোগীরাই কেবল বুঝতে পারে। উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাকে আধুনিক করা হয়েছে। পদ্ধতিগত দিকগুলো করা হয়েছে বহুমুখী, আর এখন ছোটদের জন্য প্রাথমিক স্তর ডিঙানোর চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত।

শিশুরা বৈচিত্র্যময় মনের অধিকারী। তাদের বিস্ময়ের জগৎ নিয়ে মনীষীদের ভাবনার অন্ত নেই। শিশুদের মনোজগৎ নিয়ে শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, কবি-সাহিত্যিক ও মনোবিজ্ঞানীরা বিস্তর গবেষণা করেছেন। কারণ শিশুরাই হচ্ছে ভবিষ্যতের কর্ণধার। এজন্য আমাদের সবার সচেষ্ট থাকা উচিত, যাতে শিশুশিক্ষার বিষয়গুলো কোমল ও গঠনমূলক হয়। কিন্তু বাস্তবতা এর বিপরীত। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর প্রচলন ঘটার পর শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা একটা ইতিবাচক সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত সমাপনী পরীক্ষায় যেসব অনিয়ম লক্ষ্য করা গেছে, তা অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুঃখজনক। সমাপনী পরীক্ষার প্রাক-প্রস্তুতি হিসেবে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের তিন-তিনটি প্রতিযোগিতামূলক মডেল টেস্টে অংশ নিতে হয়। মডেল টেস্টগুলো কর্তৃপক্ষের বাধ্যতামূলক শিক্ষার্থীদের নিজের স্কুল থেকে দূরবর্তী কোনো পরীক্ষা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। কোমলমতি শিশুরা কেউ হেঁটে চার-পাঁচ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে, কেউ আর্থিক দণ্ড স্বীকার করে যানবাহনের মাধ্যমে পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হয়। মডেল টেস্টগুলো শিক্ষার্থীদের স্ব-স্ব স্কুলে নেয়ার ব্যবস্থা করা যায়। এতে দরিদ্র অভিভাবকদের টাকা বাঁচে, অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ কম হয়। দুঃখজনক হল, শিক্ষার্থীরা তিনটি মডেল টেস্ট দিয়েও রেহাই পাচ্ছে না। নিজের স্কুলে প্রথম ও দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার ধকলও তাকে পোহাতে হচ্ছে। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার আগ পর্যন্ত শিশুদের একটা হ-য-ব-র-ল অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। এক মণ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন চালের বস্তায় পাঁচ মণ চাল ঢোকাতে গেলে বস্তা ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তদ্রূপ এ শিক্ষা কৌশলে শিশুরা মানসিক চাপের শিকার হবে কিনা, কারও সে খেয়াল নেই। পঞ্চম শ্রেণীতে এসএসসি সমমানের ইংরেজি প্যারাগ্রাফ, রচনা, ডায়ালগ, স্টোরি রিডিং ইত্যাদি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, যা দু'চারজন ছাড়া অন্য শিশুদের পক্ষে হজম করা দুষ্কর। পরীক্ষায় ভালো করার অভিপ্রায়ে মাত্রাতিরিক্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ধারা শিশুদের প্রচণ্ড মানসিক চাপের আবর্তে পর্যুদস্ত করছে। এটি শিশুদের মেধা বিকাশের জন্য বিপজ্জনক।

উন্নত বিশ্বের ধাঁচে মেধা বিকাশের পদ্ধতি অনুসরণ করে আমাদের জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসৃত হয়েছে। মনে রাখতে হবে, উন্নত দেশগুলো আমাদের চেয়ে অনেক বছর আগে থেকেই শিক্ষা-সংস্কৃতি, খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান ও পরিবেশ রচনায় অভূতপূর্ব সাফল্যের উচ্চশিখরে সমাসীন। সেসব দেশের প্রগতি-সংস্কৃতি প্রকৃতি এদেশের চেয়ে উন্নত ও ভিন্নতর। তাদের বাস্তবতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কতটুকু যুক্তিযুক্ত? এদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভিনদেশী শিখন বাস্তবতা কতটা উপযোগী— তা নিয়ে ভাবতে হবে।

মেধা বিকাশের স্তর বিন্যাসে প্রাথমিক ধাপ যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা অস্বীকার করার উপায় নেই। অথচ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা কেন্দ্রে যেসব দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, তা মেনে নেয়ার মতো নয়। পরীক্ষা কেন্দ্রের শৃঙ্খলা রক্ষায় কয়েকজন চৌকিদার (গ্রাম পুলিশ) ও দু'একজন দফাদার থাকে। লোকজন পরীক্ষা কেন্দ্রে হরদম আসা-যাওয়া করছে। অনেকেই শিশুদের হাতে চিরকুট তুলে দিচ্ছে। দায়িত্ব পালনরত শিক্ষকরাও কখনও কখনও অনিয়মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন। অনেক মেধাবী ছাত্রের উত্তরপত্রের সঙ্গে থাকা মুজিপিট গায়েব হয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটছে। এ অবস্থায় মেধাবীরা হতাশ হয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলে ফুঁসে উঠতে পারে অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষকরা।

আজিজ ইবনে মুসলিম
সাবেক ব্যাংকার, গলাচিপা, পটুয়াখালী
preojonenterprise@hotmail.com